

‘সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী’ হচ্ছে বগুড়া

আজিজুল পারভেজ

আগামী বছরের জন্য ‘সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী’ হচ্ছে বগুড়া। সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করা হবে। বগুড়া শহরকে ঘিরে আয়োজন করা হবে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান। এতে যোগ দেবেন সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরা। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সার্ক কালচারাল সেন্টারের (শ্রীলঙ্কা) উদ্যোগে সার্কভুক্ত দেশগুলোর একটি শহরকে ‘সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী’ ঘোষণার আয়োজন শুরু হয়েছে চলতি বছর থেকে। এই আয়োজনে রাজধানীর বাইরের কোনো শহরকেই বেছে নেওয়ার রীতি চালু করা হয়েছে। প্রথমবার ‘সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী’ ঘোষণা করা

হয়েছে আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক শহরী বামিয়ানকে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের জন্য বাংলাদেশের একটি শহরকে নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হলে শুরু হয় নানামুখী তৎপরতা। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির গত ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সার্ক সংস্কৃতি রাজধানীর জন্য কুষ্টিয়া, বগুড়া ও কুমিল্লাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই শহরগুলোর ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ খবর প্রচারের পর ওই এলাকাগুলোর প্রভাবশালী নেতা ও সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বরা নিজ নিজ এলাকার পক্ষে জোর তৎপরতা শুরু করেন: যদিও প্রাথমিকভাবে বগুড়াকেই নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

সার্ক কালচারাল সেন্টারের ডিরেক্টর বসন্তে কুতুবুন্না ও ডেপুটি ডিরেক্টর সুন্দরীয়া দেবীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত জুন মাসের শেষ

সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। তাঁদের পরিদর্শন প্রতিবেদন বগুড়ার পক্ষে গেছে বলে জানা গেছে।

বগুড়ায় রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার নিদর্শন মহাহানগড়। এ ছাড়া রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, যা সব ধর্মের অনুসারীদের কাছেই পবিত্র। বগুড়া দইয়ের জন্যও বিখ্যাত। তবে বগুড়াকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিহাস-ঐতিহ্য ছাড়াও অভিযোজিত অবস্থান এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এ ব্যাপারে কালের কঠকে বলেছিলেন, ‘ইতিহাস-ঐতিহ্য ছাড়াও ঢাকা থেকে যাতায়াত, আবাসন, মিলনায়তন, আপ্যায়ন ইত্যাদি বিবেচনায় বগুড়াকে সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী হিসেবে ঘোষণার জন্য প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে।’